দিতে পারে। সনদের ৬৫ ধারায় বলা হয়েছে ঃ ''The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the Security Council upon its request.'' নিরাপত্তা পরিষদ কোরিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে সাহায্যের ব্যাপারে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে অনুরোধ করেছিল। এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ তার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করেছিল এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি নিরাপত্তা পরিষদকে দিয়েছিল।

(৯) সাধারণ সভা কোন দায়িত্ব দিলে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ তা সম্পাদন করে। এই পরিষদ সাধারণ সভার সুপারিশসমূহকেও নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে বাস্তবে কার্যকর করার ব্যবস্থা করে। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ এ ক্ষেত্রে সাধারণ সভার সম্মতিসাপেক্ষে জাতিপুঞ্জের সদস্যসমূহের ও বিশেষ সংস্থাসমূহের অনুরোধ অনুসারে কাজ করে। সনদের ৬৬(১) ধারা অনুসারে সাধারণ সভার সুপারিশসমূহ কার্যকর করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং নিজের এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় কাজকর্ম আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সম্পাদন করে। আবার পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের অনুরোধক্রমে বা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের অনুরোধক্রমে পরিষেবামূলক কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণ সভার অনুমোদন আবশ্যক [৬৬(২) ধারা]।

সাধারণ সভা কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন

(১০) উল্লিখিত কার্যাবলী ছাড়াও জাতিপুঞ্জের সনদের অন্যত্র আলোচিত প্রাসঙ্গিক কাজকর্মও আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে সম্পাদন করতে হয়। বর্তমান সনদের অন্যত্র উল্লিখিত বা সাধারণ সভার দ্বারা নির্দিষ্ট কাজকর্মও আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সম্পাদন করে। সনদের ৬৬(৩) ধারায় বলা হয়েছে ঃ ''It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may be assigned to it by the General Assembly.''

(১১) আন্তর্জাতিক স্তরে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের স্বার্থে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠন করে (সনদের ৬৮ ধারা)। এই পরিষদ এই সমস্ত কমিটি ও কমিশনের কাজকর্মের তদারকী করে। এ ক্ষেত্রেই এই পরিষদের বেশীর ভাগ সময় চলে যায়। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ ও বিন্যাসের ব্যবস্থা করে।

কমিটি ও কমিশন সম্পর্কিত কাজ

১১.৮. বিশেষ সংস্থা ও কমিশনসমূহ
Specialised Agencies and Commissions

আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজকর্ম ক্রিয়ামূলক (Functional) বিভিন্ন কমিটিও কমিশনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তার কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বে-সরকারী ও অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সঙ্গে পরিষদ পরামর্শ প্রদানমূলক ব্যবস্থাপনা করতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক সংস্থাসমূহের কাজকর্মের মধ্যে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সমন্বয় সাধনমূলক ভূমিকা পালন করে। প্রকৃত প্রস্তাবে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ হল একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় সাধনকারী ও নীতি-নির্ধারণকারী সংস্থা। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কতকগুলি স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) আছে। অধিবেশন চলাকালীন সময়ে পরিষদের কাজকর্ম সহযোগিতা করে মূলতঃ তিনটি কমিটি। এই তিনটি কমিটি হল ঃ (ক) 'প্রোগ্রাম ও সমন্বয়-কমিটি (Programme and Co-ordination Committee), (খ) 'আর্থনীতিক কমিটি (Economic Committee) এবং (গ) সামাজিক কমিটি (Social Committee)।

অধিবেশন চলাকালীন কমিটি

Scanned with CamScanner

পরিষদের এই সমন্বয় সাধনমূলক কাজটি তাৎপর্যপূর্ণ। সমন্বয় সাধনমূলক এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য পরিষদ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে এবং তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে। তা ছাড়া এই উদ্দেশ্যে পরিষদ সাধারণ সভা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের কাছে সুপারিশ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সনদের ৬৩ (২) ধারায় বলা হয়েছে ঃ " It may co-ordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and to the Members of the United Nations."

সমন্বয়সাধনমূলক কাজ

(৭) জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থাগুলির কাছ থেকে কাজকর্মের প্রতিবেদন নিয়মিত সংগ্রহ করা এই পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। পরিষদ প্রয়োজনমত এই সমস্ত প্রতিবেদনের ব্যাপারে সাধারণ সভাকে তার মতামত জানায় (সনদের ৬৪ ধারা)।

কাজকর্মের প্রতিবেদন সংগ্রহ

সনদের ৬৩ ধারায় আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের কাছে পরিষদ এই সমস্ত সুপারিশ করে। এই সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা, সেগুলি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছে কিনা, কার্যকর করা হয়ে থাকলে কতদূর করা হয়েছে, এবং কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে— এই সমস্ত বিষয়ে পরিষদ প্রতিবেদন পেশ করতে বলতে পারে। বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের কাছ থেকে এবং জাতিপুঞ্জের সদস্যদের নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। আবার সাধারণ সভা তার নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে যে সমস্ত সুপারিশ করে সে সব বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়েও পরিষদ তথ্যাদি দাবি করতে পারে। প্রতিবেদন ও তথ্যাদি পাওয়ার পর পরিষদ সেগুলি সাধারণ সভার কাছে নিজের অভিমতসহ পাঠিয়ে দেয়। সনদের ৬৪ ধারায় বলা হয়েছে ঃ 1. "The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialised agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nations and with specialised agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the General Assembly." 2. "It may communicate its observations on these reports to the General Assembly."

সনদের ৬৪ ধারায় আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে আধা-প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে পরিষদের দায়িত্ব হল— দেখা যে, বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহ সুপারিশগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবে রূপায়িত করছে কিনা। আবার সাধারণ সভা কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নের ব্যাপারেও তদারকি করার ক্ষমতা পরিষদ পেয়েছে।

(৮) আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যাদি সরবরাহ করে। তা ছাড়া এই পরিষদ প্রয়োজনমত নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য করে (সনদের ৬৫ ধারা)। অর্থাৎ আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে বিভিন্ন ধরনের তথ্যাদি পাঠাতে পারে। বিভিন্ন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের সঙ্গে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের যে সকল চুক্তি হয় তার উদ্দেশ্য হবে নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য করা। আবার নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধ অনুসারে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যায়। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ তার এক্তিয়ারভুক্ত যে-কোন বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য প্রদান করতে পারে। এই সাহায্য স্বেচ্ছায় যেমন দিতে পারে, তেমনি আবার নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধক্রমেও

নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য

Scanned with CamScanner

(১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যাদি সম্পর্কে সমীক্ষা বা অনুসন্ধান করে। তারপর সেই সব বিষয়ে সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ বা সংশ্লিষ্ট বিশেষ সংস্থাসমূহের (Specialised Agencies) কাছে নিজের সুপারিশ পেশ করে [সনদের ৬১(১) ধারা]।

সুপারিশ করা

আর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ খুব কম ক্ষেত্রেই সরাসরি এই ধারাকে ব্যবহার করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিষদ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বা অনুরাধ জানিয়েছে। সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য পরিষদ রাষ্ট্র সমূহের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু সুপারিশ বড় একটা করেনি। পরিষদ রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে সকল ক্ষেত্রে এবং সব সময় সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছে, এ কথা বলা যায় না। আবার এ কথাও বলা যায় না যে, পরিষদ প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

(২) মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বাস্তবে সেগুলিকে কার্যকর করার জন্য আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে আহ্বান জানাতে পারে [সনদের ৬২(২) ধারা]।

মানবাধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ

মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের ভূমিকা অধিকতর উজ্জ্বল। এ ক্ষেত্রে পরিষদের কার্যাবলী ও বিভিন্ন সুপারিশ সংশ্লিষ্ট সকলের মনে আশার সঞ্চার করেছে। পরিষদ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রশ্নে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগের কাছে সুপারিশ পেশ করেছে। তা ছাড়া পরিষদ বিভিন্ন সদস্য ও অ-সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের কাছেও সুপারিশ পাঠিয়েছে।

(৩) আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ নিজের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাবাদির খসড়া চুক্তি (Draft Conventions) প্রস্তুত করে এবং সাধারণ সভার কাছে পেশ করে [৬২(৩) ধারা]। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণ সভার অনুরোধ অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে বহুবার খসড়া চুক্তি তৈরী করেছে।

(৪) আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে জাতিপুঞ্জের নিয়ম অনুসারে আন্তর্জাতিক সম্মেলন (International Conference) আহ্বান করতে পারে [৬২(৪) ধারা]।

(৫) সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক "বিশেষ সংস্থাসমূহ' (Special Bodies) গঠন করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে জাতিপুঞ্জের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে এ ব্যাপারে সাধারণ সভার অনুমোদন লাগে। বিশেষ সংস্থাগুলির সঙ্গে কী শর্তে জাতিপুঞ্জের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে সে বিষয়ে এই পরিষদ চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। তবে এই সমস্ত চুক্তি কার্যকর করার জন্য সাধারণ সভার অনুমোদন আবশ্যক। সনদের ৬৩(১) ধারায় বলা হয়েছে ঃ "The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with United Nations. Such Agreements shall be subject to approval by the General Assembly."

বিশেষ সংস্থাসমূহের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন

(৬) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই সমস্ত বিশেষ সংস্থাগুলির কার্যক্রমের মধ্যে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে (সনদের ৬৩ ধারা)। বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহ বহু ও বিভিন্ন। এই সমস্ত সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন একান্তভাবে অপরিহার্য এবং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমন্বয় সাধনের এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে।

Scanned with CamScanner

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৫৫ ধারা অনুসারে শান্তি ও মৈত্রীর ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। তার জন্য স্বায়ত্তশাসন এবং সমানাধিকারের নীতি ও আদর্শের প্রতি সকলে শ্রদ্ধাশীল হবে। এই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর কতকগুলি দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। এই দায়িত্বগুলি হল ঃ (১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক পরিবেশের বিকাশ সাধন; (২) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাদির সমাধান এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং (৩) মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ব্যাপারে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ উদ্যোগী হবে।

বিবিধ উদ্দেশ্য

সনদের ৫৫ ধারায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়নের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক নতুন সংস্থা গড়ে তুলতে পারে। সনদের ৫৬ ধারা অনুসারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহকে কার্যকর করার জন্য যৌথ ও এককভাবে উদ্যোগী হওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ (''All Members pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the organisation for the achievement of the purposes setforth in Article 55''.)।

সনদের ৫৭ ধারা অনুযায়ী আন্তঃসরকারী চুক্তির মাধ্যমে বিস্তৃত আন্তর্জাতিক দায়িত্বযুক্ত যে সমস্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমস্ত সংস্থাকে আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই সমস্ত সংস্থা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হয় (''The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations is accordance with the provisions of Article 63.'')।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের নবম অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক নীতিসমূহের উল্লেখ আছে। সনদের ৬০ ধারা অনুসারে এই সমস্ত নীতিকে কার্যকর করার দায়িত্ব সাধারণ সভা এবং আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশেষীকৃত সংস্থা (Specialised Agencies) গঠন করা হয়েছে। এই সমস্ত সংস্থার আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য এবং আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহে গুরু দায়িত্ব আছে। সনদের ৬৩ ধারায় এই সমস্ত দায়িত্বকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

১১.৭. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলী
Functions of the Economic and Social Council

আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলীর পরিধি বিশেষভাবে ব্যাপক। এই সংস্থার দায়-দায়িত্বের মধ্যে কোন রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় বা সমস্যাদি যুক্ত নেই। এই পরিষদের কাজকর্মের প্রকৃতি মূলতঃ গঠনমূলক বা ইতিবাচক, নেতিবাচক নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৬২-৬৬ ধারার মধ্যে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যায়।

Scanned with CamScanner

সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের ডাকতে পারে। কিন্তু আমন্ত্রিত এই প্রতিনিধিদের ভোটাধিকার থাকে না। আবার এই পরিষদ তার নিজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কমিশনসমূহের আলোচনায় বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের যোগদানের ব্যবস্থা করতে পারে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের আলোচনা সভায় নিজের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। সনদের ৭০ ধারায় বলা হয়েছে ঃ "The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of specialised agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissiom established by it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialised agencies."

১১.৫. কার্যপরিচালনার পদ্ধতি
Procedure of Functioning

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যপরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই পরিষদ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এবং মানবাধিকারের প্রসারের স্বার্থে কমিশন গঠন করতে পারে। আবার এই পরিষদ নিজের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনমত কমিশন গঠন করতে পারে (সনদের ৬৮ ধারা)।

কোন সদস্য-রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক বিষয়ে আলোচনার প্রাক্কালে এই পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন সদস্য-রাষ্ট্রকে আলোচনায় যোগ দিতে ডাকতে পারে। তবে এই আমন্ত্রিত সদস্যের কোন ভোটাধিকার থাকে না (সনদের ৬৯ ধারা)।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৭০ ধারা অনুসারে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের আলোচনায় বিশেষজ্ঞ এজেন্সীগুলির প্রতিনিধিদের ডাকা যায়। পরিষদ বে-সরকারী সংগঠনের সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শের ব্যবস্থা করতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের সম্মতিসাপেক্ষে জাতীয় সংগঠনের সঙ্গেও এ রকম ব্যবস্থা করা যায়। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক গঠিত কমিশনের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য বিশেষজ্ঞ এজেন্সীর প্রতিনিধিদের আহ্বান করা যায়। তেমনি আবার বিশেষজ্ঞ এজেন্সীর আলোচনায় আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ তার নিজের প্রতিনিধিদের যোগ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলী ক্রিয়াবাদী (Functionalism) ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিষদের কাজকর্ম অনেকাংশে আঞ্চলিক কমিশনসমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া পরিষদের কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বহু ও বিভিন্ন অনুমোদিত বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে। এই সমস্ত সংস্থার সঙ্গে পরিষদ উপদেষ্টামূলক ভূমিকা পালনের ব্যবস্থা করে। বস্তুতঃ আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের কাজকর্মের সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকার সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে সক্রিয় থাকে। সুতরাং এই পরিষদ হল মূলতঃ একটি সমন্বয় সাধনকারী ও কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণকারী সংস্থা।

১১.৬. উদ্দেশ্যসমূহ
Purposes

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ও মানবতাবাদের সঙ্গে যুক্ত সমস্যাদির সমাধান অপরিহার্য। তারজন্য সকল রাষ্ট্রেরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার নীতি আন্তরিকভাবে অনুসরণ করা দরকার। প্রতিটি রাষ্ট্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উদ্যোগী হবে। এ বিষয়ে কাজকর্ম পরিচালনার জন্যই আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ গড়ে তোলা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

এই বৃহৎ পঞ্চশক্তির উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। তা না হলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের লবি আছে। শক্তিধর ও প্রাধান্যকারী রাষ্ট্র হিসাবে স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ সামরিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে। এবং এই দেশগুলিকে নিজেদের সমর্থনে কাজে লাগাতে পারে। তবে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদে আফ্রো-এশীয় সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা এখন আগের থেকে অনেক বেশী। স্বভাবতই পরিষদে বৃহৎ শক্তিবর্গের কায়েমী-স্বার্থগোষ্ঠীর সাবেকী কর্তৃত্ব কমেছে। প্রতিবছর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য, অর্থাৎ ১৮ জন সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮ জন নতুন সদস্য নির্বাচিত হন। প্রত্যেক সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর [সনদের ৬১(২) ধারা]। সদস্যদের পুনর্নির্বাচনের পথে কোন বাধা নেই। সনদের ৬১(২) ধারায় বলা হয়েছে ঃ "A retiring member shall be eligible for immediate re-election." তার ফলে এই পরিষদের কাজের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকে।

সদস্যদের কার্যকাল

আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের সাধারণ সভা নির্বাচিত করে। প্রতি বছর সাধারণ সভা এই পরিষদের ১৮জন সদস্যকে তিন বছরের জন্য নির্বাচিত করে। সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভাষা, ধর্ম, রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতি প্রভৃতির সমান প্রতিনিধিত্বের দিকে নজর রাখা হয়। বিভিন্ন মহাদেশ থেকে সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে সমানুপাতিক নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের নীতি মোটামুটিভাবে মেনে চলা হয়। তদনুসারে আফ্রিকা থেকে ১৪, এশিয়া থেকে ১১, লাতিন আমেরিকা থেকে ১০, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য থেকে ১৩ এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে ৬ জন সদস্য নির্বাচিত হন। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র অনধিক একজন প্রতিনিধি আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদে পাঠাতে পারে।

সদস্য নির্বাচন

সাধারণ সভার মত আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা করেন সভাপতি। প্রতি বছর প্রথম অধিবেশনে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ একজন সভাপতি ও দু'জন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। কোন বৃহৎ সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভাপতি হতে পারেন না।

এই পরিষদে সকল ক্ষেত্রেই উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোটাধিকার স্বীকৃত।

পরিষদের অধিবেশন বছরে তিনবার হয়। প্রথমে এপ্রিল থেকে মে মাসে হয় নিউইয়র্কে দ্বিতীয় অধিবেশন হয় জুলাই মাসে জেনেভায়। তারপর অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে আবার নিউইয়র্কে। এই অধিবেশন সাধারণতঃ ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ স্থায়ী হয়। প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের কাজকর্মের প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক ও সামাজিক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করা হয়। পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা যায়।

অধিবেশন

কোন অ-সদস্য রাষ্ট্রও আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে তাদের ভোটাধিকার থাকে না। (৬৯ ধারা)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন সদস্য-রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়ে আলোচনার প্রাক্কালে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট সদস্য-রাষ্ট্রকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানায়। তবে আমন্ত্রিত এই রাষ্ট্রের কোন ভোটাধিকার থাকে না। সনদের ৬৯ ধারায় বলা হয়েছে ঃ "The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member." তা ছাড়া আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ তাঁর আলোচনায় অংশ

অধিবেশনে অংশগ্রহণ

Scanned with CamScanner

সনদের ৫৭ ও ৫৮ ধারায় বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগিতাকে সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের সনদের ৬১ থেকে ৭২ ধারার মধ্যে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হল জাতিসমূহের সামাজিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার গঠনমূলক সমাধান এবং এই পথে পৃথিবীকে সমৃদ্ধশালী করা। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ এইভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। এই পরিষদ এইভাবে ইতিবাচক দায়িত্ব সম্পাদন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামাজিক ও আর্থনীতিক কার্যকলাপের মূল স্তম্ভ হল এই আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ। জাতিপুঞ্জের সামাজিক ও আর্থনীতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এই সংস্থার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল মূলতঃ তিনটি ঃ (ক) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা, আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিকাশ সাধন, (খ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থনীতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সমাধান এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার এবং (গ) পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারসমূহের সংরক্ষণ।

আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য

১১.৪. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন (Composition of the Economic and Social Council—ECOSOC)

বর্তমানে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ ৫৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। জাতিপুঞ্জের মূল সনদের ৬১ ধারা অনুসারে এই সদস্যসংখ্যা ছিল ১৮ জন। ১৯৬৫ সালে সনদ সংশোধনের মাধ্যমে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে করা হয় ২৭। আবার সনদ সংশোধনের মাধ্যমে ১৯৭৩ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর থেকে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৪ জন।

সদস্যসংখ্যা

আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়টি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমিতে আলোচনা করা যেতে পারে। এই পরিষদের সদস্যসংখ্যা প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। ডামবারটন ওকস এবং সানফ্রানসিস্‌কো সম্মেলনে এই মতপার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পরিষদের সদস্যসংখ্যা ২৪ করার প্রস্তাব দেয়। গ্রেট বিট্রেন এই সংখ্যা ১৮-তে সীমাবদ্ধ রাখার সপক্ষে যুক্তি দেখায়। অবশেষে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে আঠার জন সদস্যবিশিষ্ট একটি সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু এই সংস্থার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির দাবি উঠতে থাকে এবং এই দাবি কালক্রমে জোরদার হয়ে উঠে। কারণ এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে স্বাধীনতা লাভ করে। এই সমস্ত দেশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করে। এই রকম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে দাবি জোরদার হয়ে উঠে। এই দাবি পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট সহজে স্বীকার করে নেয়নি। তবে পরিস্থিতির চাপে সাধারণ সভার অষ্টাদশ অধিবেশনে ১৯৬৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সনদের ৬১ ধারার সংশোধন করা হয় এবং সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৭ করা হয়। ১৯৬৫ সালের ৩১ শে আগষ্ট তারিখ থেকে এই সংশোধনী কার্যকর হয়। সাধারণ সভার ২৯তম অধিবেশনে ১৯৭৪ সালে সনদের আর এক দফা সংশোধনের মাধ্যমে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে করা হয় ৫৪।

আইনতঃ আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্য নেই। কিন্তু চীন বাদে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা সর্বদাই আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কারণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

আলোচনার পর আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃতি লাভ করে। সনদের রচয়িতারা আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি মুখ্য সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হন। বলা হয় যে জাতিপুঞ্জের আর্থনীতিক ও সামাজিক কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করাই হবে এই সংস্থার দায়িত্ব। আবার এই সংস্থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক সংস্থাসমূহের কাজকর্মের মধ্যেও সমন্বয় সাধন করতে হবে। জাতিপুঞ্জের সনদের নবম অধ্যায়ে আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অনেকের মতানুসারে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের অ-রাজনীতিক প্রকৃতির কার্যাবলী হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইভান লুয়ার্ড (Even Luard) এ প্রসঙ্গে তাঁর *The United Nations, How It Works and What It Does* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ ''Many People hoped that this non-political activites would be one of the most important features of the new organisation.''

শান্তির উৎস কেবল যুদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে তা নয়, মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণ সাধন বিশ্বশান্তির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। এই কারণে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে গঠনমূলক কার্যক্রম ও উদ্যোগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সনদের প্রস্তাবনায় অন্যতম সংকল্প হিসেবে সামাজিক প্রগতি এবং ব্যাপকতর স্বাধীনতার পরিবেশে উন্নত জীবনযাত্রার মান (''to promote social progress and better standards of life in larger freedom.'')-এর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সনদের ১ ধারার ঘোষণাও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই ধারায় আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এবং মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। সনদের নবম অধ্যায়েও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। এবং এই সমস্ত উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার মাধ্যম হিসাবে সনদের দশম অধ্যায়ে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সনদের ব্যবস্থা

প্রকৃত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার দুটি দিক আছে ঃ (ক) শান্তি ও নিরাপত্তা বিরোধী অবস্থার অবসান এবং (খ) আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন। দ্বিতীয় পথে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা দৃঢ়ভিত্তিক হয়। এই দ্বিতীয় দায়িত্বটিই আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের উপর বর্তেছে। সনদের ৫৫ ধারা অনুসারে পৃথিবী জুড়ে স্থিতির পরিবেশ সৃষ্টি, বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন ও জাতিসমূহের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। সনদের ১ ধারায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সমস্ত দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে ৫৫ ধারার সাদৃশ্য বর্তমান। গুডরিচ্, হ্যাম্ব্রে, সাইমনস্ (Goodrich, Hambro & Simons)-এর অভিমত অনুসারে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আর্থনীতিক ও সামাজিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে এই ধারার প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। জাতিপুঞ্জের সমগ্র সনদের মধ্যে এই ধারার স্বতন্ত্র তাৎপর্য অনস্বীকার্য। পৃথিবী জুড়ে স্থিতিশীলতা ও মানবকল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কতকগুলি কাজ করা দরকার। এই সমস্ত কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ আন্তর্জাতিক স্তরে আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাদির সমাধান, পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার উন্নত মান, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহের স্বীকৃতি, সামাজিক বিকাশ সাধন প্রভৃতি। সনদের ৫৬ ধারায় সামাজিক সমস্যাদির সমাধানের স্বার্থে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে আর্থনীতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহ স্বতন্ত্রভাবে বা যৌথভাবে জাতিপুঞ্জের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

বিশ্বশান্তির দুটি দিক

Scanned with CamScanner

How It Works and What It Does শীর্ষক গ্রন্থে লুয়ার্ড মন্তব্য করেছেন ঃ "Some subscribed to the notion of functionalism that idea, that is, that co-operation among nations in various functional fields would encourage and promote co-operation in the more difficult political area."

আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রিয়াবাদের ভিত্তিতে সাংগঠনিক উদ্যোগ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পরিলক্ষিত হয়। এই সময় আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডাক ও তার, পরিবহণ, আবহবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সূত্রপাত ঘটে। ১৮৬৫ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU—International Telecommunication Union) গঠিত হয়। বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU—Universal Postal Union) গঠিত হয় ১৮৭৫ সালে। ১৮৮৬ সালে গড়ে তোলা হয় বিশ্ব বুদ্ধি-সম্পদ সংস্থা (WIPO—World Intellectual Property Organisation)। রেডক্রশ আন্দোলন শুরু হয় ১৮৬৪ সালে। তা ছাড়া কৃষি, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সেবামূলক সংগঠন গড়ে তোলা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক ক্রিয়াবাদ

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সমস্যাদির সমাধান এবং সহযোগিতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এ ব্যাপারে লীগ চুক্তিপত্রের প্রণেতাদের মধ্যে তেমন বিশেষ সচেতনতা ছিল না। তাঁরা রাজনীতিক সমস্যাদির সমাধানের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে লীগ-চুক্তিপত্রেও আন্তর্জাতিক ক্রিয়াবাদের সীমাবদ্ধ প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে চুক্তিপত্রের ২৩ ও ২৪ ধারার উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লীগকে নজর দিতে বলা হয়েছে। শিশু ও নারী সমেত সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের স্বার্থে একটি মানবিক পরিবেশ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে জনকল্যাণমূলক সংগঠনগুলিকে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। অসামাজিক উদ্দেশ্যে নারীকে ব্যবহার, ক্ষতিকারক ঔষধের ব্যবহার প্রভৃতি প্রতিরোধের কথা বলা হয়েছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, পরিবহণ, মুদ্রাস্ফীতি রোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে লীগ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। লীগ বাস্তবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিক কাজকর্ম শুরু করেছিল। ১৯৩৯ সালে লীগ আর্থ-সামাজিক সমস্যাদির সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি কমিটিও গড়ে তোলে। তা ছাড়া লীগের অধীনে একটি তদারকি সংস্থাও গড়ে তোলা হয়। সংঘবদ্ধ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক ও মানব কল্যাণ সাধনের জন্য লীগের আমলেও সীমাবদ্ধভাবে হলেও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না।

লীগের আমলে আন্তর্জাতিক ক্রিয়াবাদ

১১.৩. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়াবাদ
UNO and International functionalism

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াবাদের একটি উজ্জ্বল প্রাতিষ্ঠানিক উদাহরণ হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ। জাতিপুঞ্জের সনদের রচয়িতারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্থায়ী বিশ্বশান্তির স্বার্থে সামগ্রিকভাবে মানবসমাজের রাজনীতিক তথা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাদির সমাধান এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলুপ্তি সাধন অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দরকার সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া। এ বিষয়ে সনদ-রচয়িতারা সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। এই কারণে গড়ে তোলা হয়েছে আন্তর্জাতিক ও সামাজিক পরিষদ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য এ রকম একটি পরিষদ গঠন করার প্রস্তাব পেশ করেছিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। সমকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মার্কিন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। কালক্রমে বিস্তারিতভাবে আলাপ-

Scanned with CamScanner

পৃথিবীর প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ হতে হবে। সমবেতভাবে সকল রাষ্ট্রের উন্নয়ন এবং মানবিক কার্যাবলী সম্পাদনের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতার আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। সার্বভৌম সকল রাষ্ট্রকে তাদের সংকীর্ণ সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করতে হবে এবং সুপ্রতিবেশী হিসাবে পরস্পরের কাছাকাছি এসে সক্রিয় সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এই ভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্যাদির সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হবে। ক্রিয়াবাদ সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহকে কাছাকাছি এনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চায়। এরই মধ্যে নিহিত আছে ক্রিয়াবাদের মূল কথা। সার্বভৌমিকতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও জাতীয় অহংবোধ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে। এই বিচ্ছিন্নতাজনিত বিরোধের নিষ্পত্তির বিভিন্ন উপায়ে সম্ভব হলেও হতে পারে; কিন্তু বড় কথা হল সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ করা। রাষ্ট্রগুলিকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পৃথক করে রাখাটা বড় কিছু নয়; বড় কথা হল রাষ্ট্রগুলিকে এক জায়গায় সক্রিয়ভাবে সমবেত করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টি করা। ক্রিয়ামূলক সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় সার্বভৌমিকতার প্রতি রাষ্ট্রসমূহের মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ হ্রাস করা সম্ভব।

ক্রিয়াবাদের তাৎপর্য

ক্রিয়াবাদের ভিত্তিতে সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এই পথে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতবিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদের আশংকাকে হ্রাস করা যাবে। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার সম্পর্ক সৃষ্টি হলে ভূখণ্ডভিত্তিক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে পড়বে না। ভূখণ্ডভিত্তিক সার্বভৌমিকতার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী আঞ্চলিকভাবে বহুধা বিভক্ত। ক্রিয়াবাদে আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে এই পৃথিবীকে একেবারে এক করে দেওয়ার কথা বলা হয়নি। জাতীয় সার্বভৌমিকতার ভিত্তিতে পৃথিবীর ভৌগোলিক বিভাজন মেনে নিয়েও ক্রিয়াবাদে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার গভীর ও ব্যাপক সম্পর্কের কথা বলা হয়। ক্রিয়াবাদ অনুসারে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগ থাকবে। প্রতিটি বিভাগ এক একটি বিষয়ে দায়িত্ব সম্পাদন করবে। সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক সংগঠনের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ব্যাপারে উদ্যোগী হবে ও পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে উঠলে ক্রিয়াবাদের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হবে। তবে ক্রিয়াবাদের জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা দরকার। এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় হওয়া আবশ্যক।

ক্রিয়াবাদের পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে ক্রিয়াবাদী ধারণা নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। ক্রিয়াবাদ অনুসারে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতামূলক সৃজনশীল সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়। বলা হয় যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে সৃজনশীল সহযোগিতা এবং সদ্ভাব-সম্প্রীতি গড়ে তুলতে হবে। তা হলেই বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্লডউ (Inis L. Claude) বলেছেন ঃ "It (functionalism) stresses the questions of what contributions are essential to the creative work of solving common problems rather than what sacrifices are required for nagative task of reconciling conflicting interest."

ইভান লুয়ার্ড (Evan Luard)-এর অভিমত অনুসারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াবাদ হল একটি বিশেষ ধারণা। আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে জাতিসমূহের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ সকল রাজনীতিক অবস্থায় সহযোগিতা সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিয়াবাদের মূল বক্তব্য নিহিত আছে। মানব জাতি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বৃহত্তর বিশ্বের দিকে অগ্রসর হতে পারে। *The United Nations:*

Scanned with CamScanner

ও নিরাপদ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থনীতিক অসাম্য হ্রাস, বিশ্ব-সম্পদের সুষম বণ্টন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অনুপস্থী আর্থনীতিক সমৃদ্ধির সৃষ্টি, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি প্রভৃতি গঠনমূলক পরিকল্পনাকে দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করতে না পারলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করা যাবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী শান্তির স্বার্থে পৃথিবী থেকে যুদ্ধের মূল কারণগুলিকে চিরদিনের মত বিদায় জানাতে হবে। এই কারণেই আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাবতীয় বৈষম্যের বিলোপ সাধন করে যুদ্ধের মূল কারণগুলিকে দূর করতে হবে। এই পথে বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের পথ প্রশস্ত হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সৃষ্টি।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে নিরাপদ করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা একান্তভাবে অপরিহার্য। এই বিষয়টিকে বর্তমানে একটি মতবাদের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়। এই মতবাদটিকে বলা হয় ক্রিয়াবাদ (Functionalism)। আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের তত্ত্বগত ভিত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে ক্রিয়াবাদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

১১.২ ক্রিয়াবাদ ও আন্তর্জাতিক শান্তি
Functionalism and International Peace

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তাকে নিরাপদ করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি নিছক একটি রাজনীতিক বিষয় নয়। সুতরাং কেবলমাত্র রাজনীতিক পথে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শুধুমাত্র রাজনীতিক বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তিকে স্থায়ী করা যাবে না। আন্তর্জাতিক শান্তির সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়টি বিজড়িত। বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ সম্পর্কিত উদ্যোগের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ হল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সহযোগিতা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধের অবসান অভিপ্রেত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অধিকতর অভিপ্রেত হল বিবাদ-বিসংবাদের আশংকার অবসান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টি হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধের সম্ভাবনা ও তীব্রতা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে। এবং এই ভূমিকা পালনের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভূমিকা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভূমিকা সংঘাত-সংঘর্ষের মীমাংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠন পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের পরিধিকে প্রসারিত করবে। এই হল ক্রিয়াবাদের (functionalism)-ই একটি প্রকাশ। মানবজাতির আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অপরাপর মানবিক সমস্যাদির সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসমূহের সমবেত উদ্যোগ ও সহযোগিতা দরকার। এ হল এক বিশাল দায়িত্ব। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে এই দায়িত্বের সম্পাদন সম্ভব। আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বৈষম্য দূর করা যায়। এবং পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব সম্প্রসারিত করা যায়। বৈষম্যের অবসান ঘটলে বৈষম্য সম্ভূত সমস্যাদির স্বাভাবিক সমাধান সহজেই সম্ভব হবে। এবং একমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাহায্যেই এই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব। চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংগঠনের এই ভূমিকা পালনকে ক্রিয়াবাদ হিসাবে ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী।

ক্রিয়াবাদের ধারণা

Scanned with CamScanner

// অধ্যায়সূচী : ○ ১. ভূমিকা ○ ২. ক্রিয়াবাদ ও আন্তর্জাতিক শান্তি ○ ৩. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়াবাদ ○ ৪. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ○ ৫. কার্যপরিচালনার পদ্ধতি ○ ৬. উদ্দেশ্যসমূহ ○ ৭. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যাবলী ○ ৮. বিশেষ সংস্থা ও কমিশনসমূহ ○ ৯. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন //

১১.১. ভূমিকা

Introduction

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে বলপ্রয়োগ বন্ধ করা দরকার। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পিছনে বিভিন্ন আর্থনীতিক ও অন্যান্য কারণ থাকে। সেগুলি দূর করা দরকার। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সামাজিক ও আর্থনীতিক বৈষম্য সংঘাতের সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাসমূহ সুষ্ঠুভাবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান করা প্রয়োজন। সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা দরকার। তা না হলে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধের আশু কারণগুলি প্রতিরোধ করলেই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এ বিষয়ে জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠাতাগণ সজাগ ছিলেন। তাই এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই 'আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ' (Economic and Social Council) নামক সংস্থাটি গঠন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ চক্রবর্তী (Radharaman Chakrabarti) তাঁর *UNO : A Study in Essential* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "The founding fathers of the UN had a notion of peace much broader than mere absence of war and control of conflicts. Peace, according to them, will be more enduring if nation develop friendly relations in non-security matters."

আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবাধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের স্বার্থে মানবাধিকার সংরক্ষণ একান্তভাবে অপরিহার্য। এ বিষয়ে সনদ রচয়িতারা সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। সনদে, মৌলিক মানবাধিকার এবং প্রাথমিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করা হয়েছে। বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশ্বমানবের দুর্গতি মোচনের দায়িত্ব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে। সনদে মানবসমাজের সর্বাঙ্গীণ কুশলকে সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে বিশ্বশান্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত

বিশ্বমানবের কল্যাণ বিশ্বশান্তির জন্য দরকার

Scanned with CamScanner